দৈনিক জনকণ্ঠ

৩

তারিখ 02 DEC 1998

পৃষ্ঠা ৮৮ কলাম ৮

রাষ্ট্রপতির বক্তব্য ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষার মান সর্বস্তরে নিচে নেমে গেছে, সন্ত্রাসী ছাত্র রাজনীতি করে এমপি বা মন্ত্রী হওয়া গেলে লেখাপড়া করতে যাবে কে? 'ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য ছাত্র রাজনীতিই দায়ী'–রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে আলোচনার ঝড় ওঠে। ছাত্র সংগঠনগুলো রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের সমালোচনা করলেও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তা সাদরে গ্রহণ করে অভিনন্দন জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আবদুল খালেক এ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, 'চ্যান্সেলরের কোন মন্তব্যে আমি দ্বিমত পোষণ করতে পারি না। দেশে যে হারে নকল চলছে তাতে আমরাও ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্ভর করতে পারছি না। বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে করবে?

তিনি সোমবার উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট নেতা অধ্যাপক মলয় ভৌমিক বলেন, রাষ্ট্রপতির বক্তব্য সময় উপযোগী। কারণ রাজনৈতিক দলগুলো মেধাবী ছাত্রদের আর দলে টানতে পারছে না ছাত্র সংঘর্ষের কারণে। ছাত্ররা অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। এটা খুব অশুভ লক্ষণ।

স্বনন আবৃত্তি সংগঠনের শিল্পী সমাজকর্ম বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ফৌজিয়া বলেন, রাষ্ট্রপতির বক্তব্যকে অভিনন্দন জানাই। সকলের উচিত চ্যান্সেলরের বক্তব্যকে মেনে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। হিসাববিজ্ঞানের রঞ্জিত, বাহার, রানা, অর্থনীতির ইভা, তামান্না, রিপন, হাসান, বাংলা বিভাগের রেজা, শুভ্র, পপি, সীমা, ফার্মেসি বিভাগের কবীর রুহুল এবং রিজভী রাষ্ট্রপতির বক্তব্যকে সময়োপযোগী বলে অভিহিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্রমৈত্রীর নেতৃবৃন্দ সমালোচনা করে বলেছেন, রাষ্ট্রপতি ঢালাওভাবে ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে বলেছেন। তবে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের ওপর মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।